ডায়েরি ১৮৫৭

সিপাহি বিদ্রোহের চাক্ষুষ বিবরণ

মূল
আবদুল লতিফ

ভূমিকা
খালিক আহমাদ নিজামী
শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ
মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলীগড়

অনুবাদ
মুহিউদ্দীন মাযহারী

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা

প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০২৩
টাইপোগ্রাফি: তাসনিম তানি
প্রচ্ছদ: সিদ্দিক মামুন

পরিবেশক
রকমারি.কম
www.rokomari.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশন
৪১/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
info@projonmo.pub
www.projonmo.pub

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা কর্তৃক ৪১/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; তানভীর প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত।

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Diary 1857 by Abdul Latif, Translated by Muhiuddin Mazharee, Published by Projonmo Publication, Bengali Edition Copyright © Projonmo Publication

Price: BDT 300 Taka
International Price: $20.00 USD
ISBN: 978-984-97489-6-0

অর্পণ—

আমার দুই জান্নাত খাদিজা ও হাফসাকে

পরম দয়ালু ও অসীম করুণাময় প্রভু তাঁদের উভয়কে নেক হায়াত দান করুন ও সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর অটল রাখুন! আমিন।

সূচিপত্র

আমার কিছু কথা	৭
অভিমত	১০
খালিক আহমাদ নিজামীর ভূমিকা	১২
লেখকের ভূমিকা	৬১
ডায়েরি ১৮৫৭	৬৭
পরিশিষ্ট	১৪৯

আমার কিছু কথা

সব প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের কলিজার টুকরো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর। আলহামদুলিল্লাহ ১৮৫৭ সালের উত্তাল সিপাহি বিদ্রোহের চাক্ষুষ বিবরণ সম্বলিত আবদুল লতিফের ঐতিহাসিক রোজনামচার অনুবাদ শেষ হয়েছে। বান্দার অনূদিত এই বইটি 'ডায়েরি ১৮৫৭' নামে অচিরেই পাঠকদের হাতে যাবে ইনশাআল্লাহ। লাকাল হামদু ওয়ালাকাশ শুকরু ইয়া আল্লাহ।

দায়বদ্ধতার কারণে বইটি পাঠের পূর্বে কিছু কথা পাঠকদের কাছে পেশ করা অতীব জরুরি মনে করছি। আশা করছি এই ভূমিকা পাঠকদের বইটি পড়তে সাহায্য করবে ইনশা আল্লাহ।

- মূল রোজনামচাটি উঁচুমানের ফারসি ভাষায় লিখিত। জনাব খালিক আহমাদ নিজামী সাহেব বইটির উর্দু অনুবাদ করেছেন। আমি অনুবাদের সময় মূল ফারসি ও উর্দু অনুবাদ দুটোই সামনে রেখেছি।
- রোজনামচাটি যেহেতু দেড়শত বছর পূর্বে মুঘল শাসনের শেষের দিকে লিখিত। ফলে সে সময়ের বিভিন্ন পরিভাষা ও নাম এসেছে। সুতরাং আমাকেও লেখকের সাথে দিল্লির সেই রাজদরবারে উপস্থিত থাকতে হয়েছে। লেখকের মনের ভাব বুঝার চেষ্টা করতে হয়েছে।
- আমি অনুবাদে সেই প্রাচীনত্বের ছাপ রাখার চেষ্টা করেছি। অনুবাদে সে সময়ের ব্যবহৃত পরিভাষাগুলোকে যথাস্থানে রেখে টিকাতে তার ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি। আর স্বাভাবিকভাবেই অনুবাদে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দগুলো ব্যবহার করেছি। ফলে একইসাথে অনুবাদে প্রাচীনত্বের ছাপ থাকবে, আবার রোজনামচার মূলভাব ফুটে উঠবে।

- ফারসি ও উর্দু ভাষায় ডায়েরির প্রতিশব্দ রোজনামচা। তবে যেহেতু আমরা বইয়ের নামে ডায়েরি শব্দ যুক্ত করেছি, তাই পুরো বইয়ে কোথাও আমরা রোজনামচা লিখেছি, আবার কোথাও ডায়েরি শব্দেই উল্লেখ করেছি।
- বইটি পাঠ করার পূর্বে অবশ্যই জনাব খালিক আহমাদ নিজামী সাহেবের সুবিস্তৃত ভূমিকাটি পাঠ করতে হবে। অন্যথায় বইটির প্রধান মাকসাদ থেকে পাঠক দূরে সরে যাবেন। তাই মূল ডায়েরিতে প্রবেশের আগে অবশ্যই ভূমিকাটি পাঠ করে নিন!
- ডায়েরিতে থাকা বিভিন্ন ব্যক্তির পরিচয় সহকারে বেশ কিছু টিকা জনাব খালিদ আহমাদ নিজামী সাহেব যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু বাংলাভাষী পাঠকদের কথা বিবেচনা করে বান্দা আরও কিছু টিকা যুক্ত করেছি, এবং সেগুলোতে অনুবাদক লিখে দিয়েছি। ফলে পাঠক কোনটি আমার দেওয়া টিকা, আর কোনটি জনাব খালিদ আহমাদ নিজামী সাহেবের টিকা, তা সহজেই বুঝতে পারবেন ইনশা আল্লাহ।
- বইয়ের শেষাংশে ১৮৫৭ সালের ঐতিহাসিক ফতওয়ার মূলপাঠটির অনুবাদ (একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকাসহ) যুক্ত করে দিয়েছি। এটি ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল। ফলে বইটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

কৃতজ্ঞতা ও দোয়া কামনা

প্রজন্ম পাবলিকেশন থেকে অত্যন্ত যত্নসহকারে বইটি প্রকাশ করছেন আমার সম্মানিত ভাই আহমদ মুসা। আল্লাহ তাআলা আহমদ মুসা ভাই, তার পরিবার ও তার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে কবুল ও মাকবুল করুন। সাহিত্যের ময়দানে শক্তিশালী ও কল্যাণকর অবদান রাখার তাওফিক দান করুন। হালাল পথে চলার ও হালাল উপার্জনের তাওফিক দান করুন। আমিন।

ভূমিকার শেষ-পর্যায়ে এসে বান্দা বইটির পাঠক ও পাঠিকাদের কাছে সবিনয় বিনীত অনুরোধ করছি:

- ✓ বইটি পড়ে যদি আপনি উপকৃত হন, তাহলে আপনার দোয়ায় আমাকে, আমার পরিবারকে ও সব মুসলিমকে শরিক রাখবেন!

- ✓ বইটি যদি আপনি উপকারী মনে করেন, তাহলে বইটির প্রচার-প্রসারে সাধ্যানুযায়ী অবদান রাখবেন!

সর্বশেষ বলতে চাই- বান্দা বইটিকে সর্বাত্মক ভুলমুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি। তবে আমার অযোগ্যতা ও ইলমি দুর্বলতার ব্যাপারে আমি ভালো করেই জানি। তাই এই বইতে ভালো যা কিছু আছে, সব আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যদি কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে তা শয়তানের পক্ষ থেকে ও আমার ভুল। আমি আল্লাহর কাছে নিঃশর্তে ক্ষমা চাই। আল্লাহ বইটিকে কবুল করে নিন! আল্লাহ বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করে নিন। তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। আমিন।

বিনীত
বান্দা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন মাযহারী
মঙ্গালবার
১৫ রজব ১৪৪৪ হিজরি
৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

ফেসবুক পেজ: fb.com/m.mazharee
ফেসবুক আইডি: fb.com/bandamuhiuddin
টেলিগ্রাম চ্যানেল: @m_mazharee

অভিমত

খালিক আহমদ নিজামী সাহেব অনেক চেষ্টা ও গভীর মনোযোগের সাথে আবদুল লতিফের ঐতিহাসিক ডায়েরিটি সংকলন করেছেন। ফারসি পাঠের পাশাপাশি একটি উর্দু অনুবাদও উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে যারা ফারসি ভাষার সাথে পরিচিত নন, তারাও বিষয়বস্তু থেকে উপকৃত হতে পারেন।

১৮৫৭ বিদ্রোহের বেশ কয়েকটি রোজনামচা রয়েছে। তবে সেগুলোর মধ্যে আবদুল লতিফের ডায়েরির একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সাহিত্য ও ঐতিহাসিক উভয় দিক থেকেই। আবদুল লতিফ বর্ণিত ঘটনাগুলো সবার সামনেই ঘটেছে। তিনি ঘটনাগুলোকে সঠিকভাবে বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক গবেষণার এই পদ্ধতিটি প্রামাণিক এবং গ্রহণযোগ্য। তাই তিনি নিজেই এ কথা উল্লেখ করেছেন:

> *"এখন আমাকে রূপকথার পাঠক বলবেন না! আমাকে অযৌক্তিক কথক মনে করবেন না! আমি রূপকথাও বলে বেড়াই না, আর মিথ্যা গল্পকারও নই! আমার এই বিষয়গুলোর সাথে কিইবা সম্পর্ক আছে? আমি একজন সুভাষী এবং সৎ লেখক।"*

শুদ্ধতার এই বৈশিষ্ট্য আবদুল লতিফকে অন্যান্য সমসাময়িক রোজনামচা লেখকদের থেকে আলাদা করেছে। কিন্তু যতই বস্তুনিষ্ঠতা ও শুদ্ধতা ব্যবহার করা হোক না কেন, ঘটনা বর্ণনাকারীর রচনাশৈলী তার অনুভূতি ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েই যায়। আবদুল লতিফের লেখার ধরন থেকে বোঝা যায়, ওই সিপাহিদের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন না, যারা বিদ্রোহের জন্য জিম্মাদার ছিল, এবং বাহাদুর শাহকে সামনে রেখে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এর একটি কারণ এটাও হতে পারে যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে লিখতে বিশেষ করে এমন পরিস্থিতিতে যখন তারা রাজনৈতিকভাবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল, ঝুঁকি নেওয়ার নামান্তর ছিল। সুতরাং আমাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে যে ১৮৫৭ সালের হালাত বর্ণনাকারীরা নিজেদের স্মৃতিচারণ গ্রন্থ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিক্ষিপ্তভাবে রাখতেন, যাতে তা এক জায়গায় থাকার ফলে পুরোটা কোনো ব্যক্তির হাতে পরে না যায়। আবদুল লতিফের বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি হয়তো ছিল না, কিন্তু বৃদ্ধ

বাহাদুর শাহের প্রতি তার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। তিনি চেয়েছিলেন যে বাহাদুর শাহ নিজেকে বিদ্রোহকারীদের থেকে আলাদা রাখবেন।

ঐতিহাসিকদের মাপকাঠি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়। আজ যাদেরকে আমরা স্বাধীনতাযুদ্ধের মুক্তিযোদ্ধা বলি, আবদুল লতিফ নিঃসঙ্কোচে তাদেরকে বাগী বা বিদ্রোহকারী বলতেন। ইতিহাস যতই বস্তুনিষ্ঠ হোক না কেন, তার প্রাসঙ্গিকতা কোনো না কোনো রূপে থাকবেই। অতএব এ বক্তব্য চিন্তা করার মতো যে, ইতিহাস নিজেকে পুরোপুরি বস্তুনিষ্ঠ করতে সক্ষম হবে না।

খালিক আহমদ নিজামী সাহেব আবদুল লতিফের রোজনামচা সংকলন করে যারা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী, তাদের জন্য দরকারি উপকরণ একত্রিত করে দিয়েছেন। তাবুল মাতাব অত্যন্ত পরিশ্রম ও উদ্যমের সাথে সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন। আশা করা যায় জ্ঞানীরা এই প্রচেষ্টার প্রশংসা করবেন।

ড. ইউসুফ হুসাইন খান
ভাইস চ্যান্সেলর
মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলীগড়

খালিক আহমাদ নিজামীর ভূমিকা

এক

১৮৫৭ সাল ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি মাইলফলক। এটিই প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের মধ্যবর্তী স্থান, যেখান থেকে অতীতের ছাপও পড়া যায় এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার মূল্যায়নও করা যায়। মুঘল সাম্রাজ্যের পাদদেশে এমন একটি সভ্যতা প্রতিপালিত হয়েছিল, যা বর্ণ, বংশ, ধর্ম এবং জাতীয়তার সমস্ত বৈষম্য ও বৈশিষ্টের ঊর্ধ্বে উঠেছিল; এবং দীর্ঘকাল ধরে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের গ্যারান্টি ছিল। এখানে পৌঁছে এর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। এর সাথে ইতিহাসের একটি যুগ শেষ হয়ে যায়।

পুরনো সমাজব্যবস্থা ও পুরনো ধ্যান-ধারণা সময়ের নতুন দাবি ও তাকাজার সামনে অবনত মস্তক হয়ে যায়। নতুন সামাজিক শক্তি শুধু চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি ভাঙার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং বদলে দেয় জীবনের সমগ্র অক্ষ। বাস্তবতা হল, ১৮৫৭ সালে শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাই ধ্বংস হয়নি, বরং ভারতীয় মধ্যযুগের সমগ্র সাংস্কৃতিক মূলধনও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যে দিল্লি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জ্ঞান ও যোগ্যতার কেন্দ্র এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির দোলনা ছিল, তা এমনভাবে ধ্বংস হয়েছে যে, এর দর্শকরা অসহায়ভাবে কেঁদে উঠেছে:

مٹ گئے تیرے مٹانے کے نشاں بھی اب تو

اے فلک! اس سے زیادہ نہ مٹانا ہر گز

এখন তো তোমার মিটিয়ে ফেলার চিহ্নও মুছে গেছে,
হে আসমান! এর থেকে বেশি আর কখনো মিটিয়ে দিও না!

এই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধ্বংসের কাহিনিকে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিন্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ এটিকে নিছক সিপাহিদের হাঙ্গামা হিসেবে অধ্যয়ন করেছেন; কেউ আবার পুরো আন্দোলনে কয়েকটি প্রতিক্রিয়াশীল উপাদানের কার্যকলাপ দেখেছেন; এবং কিছু লেখক এটিকে একটি ক্ষয়িষ্ণু

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা দখলের প্রচেষ্টা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই ধরনের সব ব্যাখ্যা বাস্তবতার শুধুমাত্র একটি দিক সামনে নিয়ে আসে, তাই আংশিকভাবে তা সঠিক হলেও সামগ্রিক দিক থেকে ভুল।

বিশ্বের যে কোনো আন্দোলনকে যদি নিরপেক্ষভাবে অধ্যয়ন করা হয়, তাহলে এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সব মানুষের লক্ষ্য ও আকাঙ্খা এক হয় না। ফ্রান্সে যখন ক্যাহিয়ার ফরাসি জনগণের অভিযোগ-দাবিগুলো সম্পর্কে খোঁজ ও অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন দেখা গেছে- আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কিছু লোক স্রেফ স্বৈরাচারী একনায়কতান্ত্রিক সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। ওখানে কিছু লোক এমনও ছিল, যারা কেবল অভিযোগ করেছিল যে, তাদের মহল্লায় আলোর কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই:

ببیں تفاوت رہ از کجاست تا یکجا

দেখুন! পথের ব্যবধান কোথা থেকে কোথায় গিয়েছে!

ইতিহাস সাক্ষী, একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যে আন্দোলনই গড়ে উঠেছে, তাকেও গন্তব্যে পৌঁছতে অনেক খাড়া উপত্যকা পাড়ি দিতে হয়েছে। কখনও কখনও, সাময়িক আবেগ এবং ক্ষণস্থায়ী আনন্দ মৌলিক লক্ষ্য ও প্রকৃত উদ্দেশ্যকে পরাজিত করতে দেখা গেছে। অনেক সময় এমনও হয় যে, আন্দোলন এমন ব্যক্তিদের হাতে চলে যায়, যারা নিজেদের চিন্তা-ধারণা ও চরিত্রের দুর্বলতার কারণে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু সমসাময়িকদের হৃদয়ে আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের যে চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, এটিই তার প্রকৃতি ও ধরনকে নির্ধারণ করে; এবং তার সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ধারণ করে। ফরাসি বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি এবং এমন একটি ব্যবস্থার গঠন, যার ইমারাত স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব এবং সাম্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসে এটিই কি সর্বদা এবং প্রতিটি শ্রেণীর একমাত্র কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল?

ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেছেন, বিপ্লবের সময় বেশ কিছু ব্যক্তি ক্ষমতায় এসেছিল, যারা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম ছিল না, কিন্তু তবুও আন্দোলনের

ধাওয়া তার লাল-সাদা সব শ্রেণীর লোককে (Scum Red Scum White) নিজের মাঝে গ্রহণ করে স্বীয় লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

১৮৫৭ সালে সিপাহিদের বিদ্রোহও হয়েছিল; এবং ঐতিহ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরাও তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেছিল। কিন্তু আন্দোলনের প্রকৃতি সামগ্রিকভাবে বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে একটি জাতীয় আন্দোলন ছিল। এটি ইংল্যান্ডের সমসাময়িক সাংবাদিক ও চিন্তাবিদরাও উপলব্ধি করেছিলেন। এছাড়াও লর্ড স্যালিসবারি হাউস অব কমন্সে বক্তৃতা করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- এত বিশাল এবং শক্তিশালী আন্দোলন কেবল কার্তুজের কারণেই হয়েছিল, তা কীভাবে মেনে নেওয়া যায়?

লন্ডনের একটি সংবাদপত্র একই সময়ে লিখেছিল:

"যদি অসন্তোষ শুধুমাত্র সিপাহিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে; এবং সাধারণ মানুষ আমাদের সাথে থাকে, তাহলে ভারত সরকার কেন বারবার ইংরেজ সিপাহিদের ডাকছে, এবং একের পর তারবার্তা পাঠাচ্ছে, তা আমি বুঝতে পারি না। জনগণ যদি সরকারের সাথে থাকে, যেমনটি মন্ত্রী এবং কোম্পানির পরিচালকরা বক্তৃতা করে বেড়ায়, তাহলে তারা সেখান থেকেই দশটি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার জন্য যথেষ্ট লোক পেতে পারে।"

ইংরেজরা তাদের শাসন প্রতিষ্ঠার পর যে হিংস্রতা ও বর্বরতার সাথে ভারতীয়দের শাস্তি দিয়েছিল; এবং প্রতিশোধের জন্য হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছিল, তা দেশে প্রচণ্ড ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। সে সময় ভারতীয়দের আন্দোলনের ধরন সম্পর্কে একটি শব্দও উচ্চারণ করার সাহস ছিল না। ইংরেজরা আন্দোলনকে 'দেশদ্রোহ' বলে অভিহিত করল। এরপর তারা নিজেরাই একে দেশদ্রোহ বলা শুরু করে।

হৃদয় থেকে ভয়ের আবরণ উঠে যাওয়ার সাথে সাথে আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপের একটি বোধ ফুটে উঠতে শুরু করে; এর সাথে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। 'গাদ্দারি' থেকে 'অনর্থক দাঙ্গা' হল। এরপর 'অনর্থক দাঙ্গা' থেকে '১৮৫৭-এর বিদ্রোহ' এবং স্বাধীনতার পরে 'স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ' বা 'জাতীয় আন্দোলন' হল। কেমন যেন এ সব কথাই পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিবেশের

দর্পণ। কিন্তু সমসাময়িকরা যে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে জাতীয় আন্দোলন বা স্বাধীনতার সংগ্রাম হিসেবে ব্যাখ্যা করেননি, তাতে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়।

এ কথা সত্য যে, সেই সময় জাতীয়তাবাদের বর্তমান ধারণা বিদ্যমান ছিল না, কিন্তু গদর বা দেশদ্রোহের বহু আগে থেকেই সমগ্র ভারতবর্ষকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার ভাবনা কাজ করতে শুরু করেছিল। সাইয়িদ আহমাদ শহীদ হিন্দু রাও[১]-কে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে বিদেশীদের ভারত দখলের অভিযোগ করেছিলেন! যেন তারা একই বাড়ির লোকদেরকে অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে সহযোগিতা করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। 'রিসালায়ে আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ'-এ (ভারতের বিদ্রোহের কারণ) সে সময়ের মাসলাহাত ও স্বার্থের প্রবক্তারা কিছু কিছু জায়গায় স্যার সাইয়েদের কলম ধরেছেন, কিন্তু তারপরও তারা আন্দোলনের ধরন স্পষ্ট করতে পুরোপুরি ভুলও করেননি। তিনি এক দিকে লিখেছেন:

> *"বহুদিন ধরে অনেক কিছু মানুষের হৃদয়ে জমে ছিল; এবং তাতে অনেক বড় বিস্ফোরক জমা হয়ে গিয়েছিল। শুধুমাত্র তার স্ফুলিঙ্গো আগুন জ্বালানোই বাকি ছিল। গত বছর সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থান যেন সে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।[২]"*

আবার অন্য দিকে বলেছেন:

> *"প্রত্যেকেই মেনে নিচ্ছেন যে, শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য এবং স্থিতিশীলতার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ প্রজাতান্ত্রিক দেশের অন্যতম কর্তব্য। প্রজাতান্ত্রিক দেশে হস্তক্ষেপ না করা পর্যন্ত এগুলো অর্জিত হবে না। সুতরাং এটা হচ্ছে এমন একটি জিনিস, যা ভারতের সমস্ত ফ্যাসাদের গোঁড়া। অন্যান্য আরও যে সব জিনিস জমা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে তার শাখা-প্রশাখা।[৩]"*

এতে স্পষ্ট বোঝা যায় তারা আন্দোলনের পাবলিক অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য ইংরেজরা নিজেরাই যে

---

১. রাজা হিন্দু রাও ছিলেন একজন মারাঠা রঈস। গোয়ালিয়রের মহারাজা দৌলত রাও সিন্ধিয়ার শ্যালক এবং ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীন রাজ্য গোয়ালিয়রের রাজ-প্রতিনিধির ভাই। ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর তিনি দিল্লিতে চলে আসেন, যেখানে ব্রিটিশদের সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। —অনুবাদক

২. রিসালাহ আসবাবে বাগাওয়াত, পৃষ্ঠা: ৩

৩. রিসালাহ আসবাবে বাগাওয়াত, পৃষ্ঠা: ১১-১২

পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল; এবং ভারতীয়দের যেভাবে শাস্তি দিয়েছিল তা থেকেও বোঝা যায়, তারা এই আন্দোলনকে একটি 'জাতীয় আন্দোলন' হিসেবে বিবেচনা করেছিল;[৪] এবং সে অনুযায়ীই তারা এটির মোকাবেলা করেছিল। ভারতীয়রা এই বিদ্রোহকে যেভাবে দেখেছিল; এবং যারা এতে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদেরকে জাতীয় ইতিহাসে কী মর্যাদা দিয়েছিল, তা অনুমান করা যায় মুনীর শিকোহাবাদীর কবিতা থেকে। যা তিনি ফররুখাবাদের নবাববৃন্দ এবং মৌলভী মুহাম্মাদ বাকিরের ফাঁসি নিয়ে লিখেছেন:

تاریخ اُن کے قتل کی کافی ہی منیر

دونوں شہید راہ خدا آہ آہ ہائے

তাদের হত্যার ইতিহাস যথেষ্ট হে মুনির!
হায়, তারা উভয়েই খোদার পথের শহীদ, আহ!

خدا کی راہ میں مقتول ہو کے آخر کار

جہان سے وہ سوئے روضہ رضواں

کہی منیر نے یہ ان کی مرگ کی تاریخ

شہید و متقی عالم علوم نہاں

শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তি
জগত থেকে সন্তুষ্টির রওজায় গমন করেন!
মুনির বলেন, এটিই হচ্ছে তার শাহাদাতের ইতিহাস,
তিনি হলেন শহিদ, মুত্তাকি ও গোপন ইলমসমূহের আলিম।

নিছক বাস্তবতা হল, যারা ১৮৫৭ সালের উত্তাল বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল, তাদেরকে আল্লাহর পথের মুজাহিদ এবং আল্লাহর পথে শহীদের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। এটিই আন্দোলনের প্রতি ভারতীয়দের গভীর অঙ্গীকার বোঝার জন্য যথেষ্ট!

৪. দেখুন- 'ইন্ডিয়ান স্টেটসম্যান-ব্রুস নর্টন টপিকস'। এখানে এই দিকটি নিয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।